সাময়িকী থেকে সংবাদপত্রে সাহিত্যের রসধারা

দেবোপমা মিশ্র,
State Aided College Teacher,
সাংবাদিকতা বিভাগ
হীরালাল মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ ফর উইমেন

সাহিত্য তিলে তিলে গড়ে উঠেছে, নিজেকে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করেছে, সমকালীন বাস্তবতার চাদরে মুড়ে নিজেকে সজ্জিত করেছে- আর লেখকদের সেইসব সৃষ্টি মুদ্রণমাধ্যমের হাত ধরে পৌঁছে গেছে পাঠকমহলে।মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পর মুদ্রণমাধ্যমই একমাত্র আশা ভরসার স্থল। প্যাপিরাস গাছের বাকল, কাপড়ে সাহিত্য রচনা এবং সংরক্ষণ কিংবা গুহার প্রাচীরে সাহিত্য খোদাই-এর তুলনায় তা অনেকবেশী গ্রহণযোগ্য। নতুন মাধ্যমের যুগের সূচনাও তখন শুরু হয়নি।যদিও বর্তমান দিনেও পাঠকের বহুলাংশ সাহিত্য রসাস্বাদন কালে নতুন বই-এর আঘ্রাণ এবং ছাপার কালির ছোপ হাতে পেতে বেশী আগ্রহী।তবে মুদ্রণমাধ্যম বলতে ব্যক্তিগতভাবে যে আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে তা হল সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রগুলি। আর সেই সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রগুলিতে সাহিত্যের প্রকাশ বিষয়ে এইবার চোখ বুলিয়ে নেবার পালা।

ভারতীয় সংবাদপত্রে সাহিত্যের ধারা বয়ে আসছে তার সূচনা লগ্ন থেকেই। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে জেমস অগাষ্টাস হিকির পত্রিকা ‘হিকিস বেঙ্গল গেজেট অর দি অরিজিনাল ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভারটাইজার’ প্রকাশের পরে লক্ষ্য করা যায় হিকি সাহেব সংবাদ ও বিজ্ঞাপনের পাশাপাশি রেখেছেন একটি বিশেষ বিভাগ নাম ‘পোয়েটস কর্ণার’। ইংরেজী ভাষার পত্রিকা তাই কবিতার মাধ্যমও ছিল ইংরেজী।এই ‘পোয়েটস কর্ণারে’ হিকি প্রথম দিকে স্বয়ং কবিতা প্রকাশ করতেন। পরে আরো কয়েকজন কবি এই বিভাগে তাঁদের সৃষ্টিকে অপর্ণ করেন। কবিতাগুলি ছিল কখনো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে কেন্দ্র করে কখনো ঋতু বিষয়ক আবার কখনো সাম্প্রতিক বিষয়ের ওপরেও দৃষ্টি দিয়েছেন হিকি। তবে সব ক্ষেত্রেই কবিতার পটভূমিকা হিসেবে বেছে নিয়েছেন ইউরোপীয় মনোভাবকে। ঋতু বিষয়ক কবিতায় হিকি তার পত্রিকায় লিখেছিলেন-

The flower of July Can't compare
To the fragrance that hangs on her lips,

আবার ১৭৭৮খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী ফ্রান্স ও আমেরিকার মধ্যে একটি চুক্তি হয়েছিল।সেই চুক্তির দিকে ব্যঙ্গের তীর্যক বাণ নিক্ষেপ করে ১৭৮০খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হিকি তাঁর পত্রিকায় লেখেন-

Rejoice, Americans rejoice!

Praise ye the lord with heart and voice.

The treaty's sign'd with faithful France,

And now like Frenchmen, sing and dance!

Say, yankies don't you feel compunction

At your unnatural, rash conjunction?

এমনই ছিল শুরুর পথের রেখাটা। তাই ইংরেজী মাধ্যমের সংবাদপত্র ছাড়াও ভারতীয় ভাষার সংবাদপত্রগুলি যে এই খাতেই বইবে সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ ছিল না।ভারতবর্ষে সংবাদপত্র প্রকাশনার ক্ষেত্রে শ্রীরামপুর মিশনের ভূমিকা সম্পর্কে সকলেই মোটামুটি অবগত। এর গতি আরো খানিকটা বৃদ্ধি পেয়েছিল ভারতীয় সংবাদপত্রের নব ভগীরথ রামমোহনের হাত ধরেও।

রামমোহন রায় ভারতীয় সমাজের চেতনার জগতে নবজাগরণের উন্মেষ ঘটাতে মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন সংবাদপত্রকেই। একদিকে খ্রীষ্টান মিশনারি অন্যদিকে গোঁড়া হিন্দুধর্ম, ব্রাহ্মধর্ম ও প্রগতিশীল ধর্মে সমাজ তার নিজস্ব কুঠুরিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ছিল। ১৮২১ সালে সমাচার দর্পন পত্রিকায় 'কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি দূর দেশ হিতে কয়েক প্রশ্ন সম্বলিত' একটি মিশনারিদের কর্তৃক চিঠি প্রকাশিত হয়। যাতে তাঁরা হিন্দুধর্মের ওপর অহেতুক আক্রমণ চালিয়েছে-এমনই মনে করে রামমোহন শিবপ্রসাদ ছদ্মনামে একটি প্রতিবাদ পত্র পাঠান। কিন্তু এই প্রতিবাদ পত্র প্রকাশিত না হওয়ায় তার ফল স্বরূপ রামমোহন প্রকাশ করলেন ব্রাহ্মণ সেবধি, ব্রাহ্মণ ও মিশনারি সংবাদ সং ১। এবং মাত্র তিনটি সংখ্যায় প্রকাশিত এই পত্রিকার মাধ্যমে আমরা পাই বলিষ্ঠ কিছু নিবন্ধ যা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীতেও সংরক্ষিত রয়েছে। নির্ভীক ও বলিষ্ঠ নিবন্ধের প্রমাণ আমরা সম্বাদ কৌমুদী'তেও পেয়ে থাকি। তা সমাচার দর্পণের যোগ্য জবাব হিসেবেই হোক কিংবা সমাচার চন্দ্রিকার গোঁড়া হিন্দুত্বের প্রতিবাদ করেই হোক।অন্যদিকে সমাচার চন্দ্রিকাও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনীতে বাংলা নিবন্ধ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।
এর পরবর্তী কালেও সংবাদপূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রিকা, বামাবোধিনী পত্রিকা, সুলভ সমাচার, সর্ব শুভোকরী পত্রিকায় নানা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সংবাদপূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রিকায় স্ত্রীশিক্ষা,সর্ব্বশুভকরী পত্রিকায় বাল্য বিবাহের দোষ, কিংবা সুলভ পত্রিকায় 'এতদ্দেশীয় বিদ্বান ব্যক্তিদিগের বিদ্যানুড়প ব্যবহার না করণের বিষয়' নামাঙ্কিত প্রবন্ধগুলি বিশেষ প্রভাবসৃষ্টিকারী।সুলভ পত্রিকায় প্রকাশিত উক্ত প্রবন্ধে একটি কবিতার উল্লেখ আছে-

ধন জন যৌবনের গর্ব্ব কর মন।
জাননা নিমেষে হরে সকলি শমন।।
অতএব রিপুকুলে করিয়ে দমন।

যাতে জ্ঞানোদয় হয় করহ এমন।।
জ্ঞানী লোক লোকান্তরে করিলে গমন।
কীর্ত্তি তার ধরাতলে করয়ে রমণ।।
দিবাকর নিশাকর দীপশিখা আর।
চন্দ্রকান্ত সূর্য্যকান্ত মণি চমৎকার।।
না পারে নাশিতে অন্তরের অন্ধকার।
ওরে মন জ্ঞান বিনা সাধ্য নাহি কার।।

এই কবিতা প্রসঙ্গেই বলা যায় সমাচার সুধাবর্ষণ পত্রিকায় ১৮৫৫সালের ১০ই জুলাই একটি 'বিধবা বিবাহ' বিষয়ক কস্যচিত জনস্য ছদ্মনামের প্রেরিত পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। যার রচনাই করা হয়েছিল কবিতার আকারে। তার কিছু লাইন উদাহরণ স্বরূপ এখানে তুলে ধরা হল-

শিলা জলে ভাসে শাখা মৃগে গীত গায়।
বিধবার পরিণয় শুনে হাসি পায়।।
পন্ডিতে ব্যবস্থা দিবে মনঃ বিচারিয়া।
ছিল সবে সেই আশা পথ নিরখিয়া।।
নৃপতি ভবনে তর্কবাগীশের মেলা।
পরাস্ত হইল সবে মীমাংসার খেলা।।.....

ঐ বছরই ১২ই নভেম্বর প্রকাশিত হল সেই বিষয়ক আরো এক কবিতা-

শুন শুন বিধবারা শুভ সমাচার
বিধবাবিবাহ হবে রচে সমাচার।।
হইয়াছে যত গ্রন্থ বিবাহ বিপক্ষে।
তিষ্ঠিতে না পারিবেক সাগরসমক্ষে।।
দ্বিতীয় ঈশ্বর বিদ্যাসাগর সন্ধান।
কেহ না জানেন কিছু তাহার সন্ধান।।
করিয়াছিলেন বাধা বহু ভট্টাচার্য্য।
সমুদ্র তরঙ্গ তাহে না হয় নিবার্য্য।।.....

বাংলা সাহিত্যের প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার কথা ইয়ংবেঙ্গল দল ছাড়া অসম্পূর্ণ। তাদের জ্ঞাণান্বেষণ, বেঙ্গল স্পেকটেটর তাদের প্রবন্ধের দ্বারা নিজস্ব চিন্তাভাবনাকে সকলের সামনে তুলে ধরেছে। প্যারিচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার প্রকাশিত মহিলাদের 'মাসিক পত্রিকা'-র সপ্তম সংখ্যায় প্রকাশিত হয় প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'।

বাংলা সংবাদপত্র এবং সাহিত্যের ইতিহাসে যে পত্রিকা লেখক তৈরীতে বিশেষভাবে সহায়ক হয়ে উঠেছিল তা হল ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তের সংবাদ প্রভাকর। লেখক তৈরীর সাথে সাথে সাহিত্যের ইতিহাস, সমালোচনা এবং ঈশ্বর গুপ্ত কর্তৃক গদ্যে ভ্রমণ কাহিনী রচনা নতুন ধারা পরিলক্ষিত হয়েছিল।ঈশ্বর গুপ্তের সোজাসাপটা অথচ ব্যঙ্গের প্রলেপ সমৃদ্ধ লেখা পাঠককে বেশ আকৃষ্ট করত।শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভাকরের জনপ্রিয়তা প্রসঙ্গ বলেছেন ''প্রভাকরের কবিতা পড়িবার জন্য বাঙ্গালা দেশের লোক পাগল হইয়া উঠিল।'' তেমনই ছিল প্রভাকরের জ্যোতি। নীলবিদ্রোহের

প্রেক্ষাপটে সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নীলকর কবিতাটি ছিল মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে উদ্দেশ্য করে লেখা।

কবিতাটি নিম্নরূপ

তুমি মা কল্পতরু আমরা সব পোষা গরু
শিখিনি শিং বাঁকানো
কেবল খাবো খোল-বিচুলি-ঘাস।
জানো রাঙা আমলা তুলে মামলা
গামলা ভাঙে না
মা!
পেলে ভূষি
তাতেই খুশি
ঘুষি খেলে বাঁচব না!

আবার আধুনিক শিক্ষা সম্পর্কে ঈশ্বর গুপ্ত বলেছিলেন-
হ্যাদেহে ছেলের বাপ
উপদেশ নাও
সন্তানের শিক্ষা হেতু
সাবধান হও

সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরাজপক্ষকে সমর্থন করে লেখা একটি দীর্ঘ কবিতা লেখা হত তার সম্পাদকীয়তে।
সেইসময়ে সোমপ্রকাশ বিদ্যাদর্শন ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাও কখনো সমসায়িক ঘটনার নিরিখে কখনো বা ধর্মসভার মুখপত্র হয়ে বহু প্রবন্ধের মালা গেঁথেছে।
সাহিত্য ও সংবাদের কথায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা উল্লেখ না করলে ত্রুটির পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি হল সাধনা(১৩০২বঙ্গাব্দ), ভারতী(১৩০৫বঙ্গাব্দ), বঙ্গদর্শন(১৩০৮- ১২বঙ্গাব্দ), ভান্ডার(১৩১৪বঙ্গাব্দ) , তত্ত্ববোধিনী (১৩১৮- ১৯বঙ্গাব্দ)। এর মধ্যে ভারতী ছিল ঠাকুর বাড়ির নিজস্ব পত্রিকা। আবার রবীন্দ্রনাথের বৌদি জ্ঞানদানন্দিনী দেবী প্রকাশিত বালক পত্রিকা রবীন্দ্রনাথই পরিচালনা করতেন। পরে বালক ভারতীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লেখায় এক চিঠিতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেন-
‘‘সাধনা পত্রিকায় অধিকাংশ লেখা আমাকে লিখিতে হইত এবং অদ্য লেখকদের রচনাতেও আমার হাত ভুরি পরিমাণে ছিল। সাধনা বাহির হিবার পূর্বেই হিতবাদী কাগজের জন্ম হয়।.....
সেই পত্রে প্রতি সপ্তাহেই আমি ছোট গল্প, সমালোচনা ও সাহিত্য প্রবন্ধ লিখতাম। আমার

ছোটগল্প লেখার সূত্রপাত ঐখানেই। ছয় সপ্তাহকাল লিখিয়াছিলাম।'' তবে শুধু ছোটগল্পই নয় রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'অভিলাষা' ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তত্ত্ববোধিনীপত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং এর পরের বছর হিন্দুমেলায় পরিবেশিত কবিতা হিন্দুমেলার উপহার ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।তাঁর বহু রচনা বহু সময়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীকালে প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত সবুজপত্র পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়েছে অসাধারণ কীর্তি। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বলাকা, ঘরে বাইরে, চতুরঙ্গ, স্ত্রীর পত্রের মতো লেখনী। রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত এই পত্রিকায় নিজ সৃষ্টিকে বিকশিত করেছিলেন প্রমথ চৌধুরী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, বরদাচরণ গুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বোস প্রমুখেরা। রবীন্দ্রনাথের বোন স্বর্ণকুমারী দেবী সেযুগে কলম ধরেছিলেন নিজের মতো করে। ভারতী পত্রিকায় একাধিকবার তিনি তাঁর লেখনীকে তুলে ধরেছিলেন।

পত্রপত্রিকায় রবীন্দ্রসৃষ্টিকে সম্পুর্ণ করা সম্ভব নয় বঙ্গদর্শনকে বাদ দিলে। তবে নবপর্যায় বঙ্গদর্শন বলার আগে অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বঙ্গদর্শনের কথা। বহু সমালোচনা, বেদ পুরাণ সম্বলিত নিবন্ধের পাশাপাশি প্রকাশিত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বহু উপন্যাস। ১৮৭৩ সালে এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তার প্রথম উপন্যাস বিষবৃক্ষ। ইন্দিরা, যুগলাঙ্গরীয়, রাধারাণী, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্তের উইল, রাজসিংহ এবং সর্বোপরি আনন্দমঠের মতো উপন্যাস পাঠকবর্গ পেয়েছিল এই পত্রিকা থেকে। এই সাময়িকীতেই দেশবাসী পেয়েছিল তাদের জাতীয় সঙ্গীত (national song) 'বন্দে মাতরম'- গানটিকে। বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের নবপর্যায়ের বঙ্গদর্শনেও সাহিত্য সৃষ্টির ধারা অক্ষুণ্ন থাকে।প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস হিসেবে চোখের বালিকে বেছে নেন ক্রমানুসারে প্রকাশের জন্য। এছাড়াও বাংলা দেশের জাতীয় সঙ্গীত আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি গানটি এবং গীতাঞ্জলির বহু কবিতা এই পত্রিকায় স্থান পেয়েছে।

অন্যদিকে বাংলার বিদ্রোহীকবি কাজী নজরুল ইসলাম পাঠকের কাছে অনেকক্ষেত্রেই নিজেকে মেলে ধরেছেন তাঁর ধূমকেতু পত্রিকার মধ্য দিয়ে। ধূমকেতু, আনন্দময়ীর আগমনের মতো বহু বিখ্যাত সৃষ্টি তাঁর এই পত্রিকার মাধ্যমে আমরা পেয়েছিলাম। প্রথম জীবনে তাঁর মুক্তি কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল বাংলা মুসলিম সাহিত্য পত্রিকায়।মোসলেম ভারত, মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, উপাসনা পত্রিকায় সাংবাদিকতায় নিযুক্ত থাকাকালীন এই পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর অন্যান্য উপন্যাস গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-বাঁধনহারা। এবং খেয়া -পারের তরণী, বাদল প্রাতের শরাব, বোধন, কোরবান প্রভৃতি কবিতাগুলি পরবর্তীকালে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

অন্যদিকে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রও সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালের অনুরোধে রামের সুমতি গল্প পাঠিয়েছিলেন যমুনা পত্রিকার জন্য। যা ১৩১৯ বঙ্গাব্দে ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এরপরেও তিনি ভারতবর্ষ পত্রিকার জন্য আরো নানা সৃষ্টিশীল কাজ রেখে যান।

বাংলাপত্র পত্রিকায় উঠে এসেছে অক্ষয়কুমার দত্ত, কেশবচন্দ্র সেন, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর মতো ব্যক্তিত্বের নাম। আর তাদের হাত ধরেই বহু সময়ে উঠে এসেছেন কালজয়ী লেখকেরা।বাংলা পত্র পত্রিকায় সাহিত্যের ধারা বিষয়টিয়ে এক ছাদের তলায় নিয়ে আসার চেষ্টা করলে এক মহলা বাড়িও কম পড়বে। তবু খামখেয়ালীর পর্যায়ক্রমে টুকরো টুকরো ছবি দিয়ে সাজনো এক কোলাজ

রাখার প্রয়াসী হলাম- হয়তো বাকি থেকে গেল এক পৃথিবী বাংলা সাহিত্য।